দৈনিক বাংলা

267

তারিখ ... ৬/১২/৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু বার্ষিকী

গোটা মুসলিম সমাজ যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখনকার অন্ধকারময় অঙ্গনে বেগম রোকেয়ার জ্ঞানপিপাসু মুক্তবুদ্ধি আকুল আকুতির কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আরও বিস্ময়ের কথা, তৎকালীন সমাজ অনুযায়ী নিজে নিজে জ্ঞানলাভ করে

রণ্যে এসে হুগলীতেই উদ্যোগ নেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল আবার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছিল ছাত্রী পাঁচজন, এখানে [illegible] স্কুলে ছাত্রী হলো আটজন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ এ স্কুলের কাজ শুরু হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীদলের চাপ সর্বদা প্রবল থাকলেও কিছু কিছু শিক্ষিত উদার ব্যক্তিদের সহযোগিতায় অল্প অল্প করে হলেও কাজ অগ্রসরও হয়ে চলেছে। ভুলে গেলে চলবে না বেগম রোকেয়াও ছিলেন অবরোধবাসিনীদেরই একজন, বাস্তব সংসার অনভিজ্ঞ। বিদ্যালয়ে যেয়ে শিক্ষাগ্রহণের

আচ্ছাদিন মাত্র। কোথাও কোন ফাঁক তো ছিলই না এমন কি চোখ দিয়ে দেখার স্থানেও কোন ছিদ্র ছিল না। আজকের দিনে এভাবে চলাফেরা কল্পনা করা কঠিন মনে হলেও চাকরানীদের সাহায্যে মেয়েরা এই অন্ধ বোরকা পরেই যাতায়াত করতো।

আঠার উনিশ হাজার টাকার [illegible] এবং নগদ বিশ হাজার টাকা আছে, ছাত্রী সংখ্যাও শতের [illegible] ছাড়িয়ে গেছে। 'আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'—কোরআন শরীফের এই বচনটিই আমি জীবনের পরতে পরতে সত্য বলে উপলব্ধি করলাম।'

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিনী আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিতা হতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন—'শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদেরকে নানাভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম।'

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

নুরুন নেসা বেগম

কেবলমাত্র তাতেই ক্ষান্ত হননি। যুগাগত অন্ধকারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবরোধবাসিনী নারীকুলের জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে চিন্তাভাবনা করে তার ফল বাস্তবে রূপ দেবার জন্যও জীবনভর এক মহতী সংগ্রামে নিজেকে ব্যাপৃত করে রেখেছেন। নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন এই কলুষ থেকে যদি তাদের না জাগানো হয় [illegible] সত্য ও সুন্দরের আলোক স্পর্শ করতে তারা কোনদিনই সক্ষম হবে না।

বিবাহোত্তর জীবনে বেগম রোকেয়া যে শিক্ষিত উদারমনা স্বামীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় তাঁর শিক্ষালাভের পথ আরো সুগম হয়েছিল। তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন

সুযোগ তাঁর হয়নি। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনার মতো দুরূহ কাজ করতে যেয়ে তাঁকে কতই না অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও তিনি উদ্যম হারাননি, হতাশ হননি। বিভিন্ন বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অভিজ্ঞ মহিলাদের সঙ্গে পর্যন্ত মিশে তিনি এই বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। একটা বিদ্যালয় পরিচালনা, প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে যত রকম দায়িত্ব পালন করতে হয় তার সব কিছুই ছিলেন তিনি একা। এমন কি বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষয়িত্রী আনার ব্যবস্থাকরণ ছাড়াও নতুন নতুন শিক্ষকদেরও তাকে গড়ে নিতে হতো। অর্থের অভাব তিনি স্বামীর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পূরিয়ে নিয়েছিলেন। সাখা-

বেগম রোকেয়া নিজে কোনকালেও অনাবশ্যক পর্দার আড়ম্বর পছন্দ করতেন না, কিন্তু তা বলে তিনি সমাজের মতামতকেও অগ্রাহ্য করে চলতেন না। এই দুই দিক রক্ষা করতে যেয়ে তাঁকে যথেষ্ট ঝামেলা এবং অসুবিধার মুখোমুখী হতে হয়েছে। তবু তিনি পূর্ণোদ্যমে তাঁর কাজে অটলভাবে এগিয়ে চলেছেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলতেন—'আমরা যা চাচ্ছি, তা ভিক্ষা নয়, অনুগ্রহের দান নয়—আমাদের জন্মগত অধিকার। ইসলাম নারীকে তেরশ বছর আগে যে অধিকার দিয়েছে, [illegible] আমাদের দাবী এক বিন্দুও বেশী নয়।'

স্কুলের আঠার বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময়ে তিনি বলেছিলেন—'একটা মজার কথা এই যে, স্কুলের জন্য আমি পার্থিব যেকোন জিনিসের প্রতি নির্ভর করেছি, আল্লাহ আমাকে তা থেকেই বঞ্চিত করেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার মা সঙ্গে না থাকলে আমার কলকাতায় থাকা হবে না, কিন্তু বৎসর অতীত হতে না হতেই মায়ের মৃত্যু হল। পরে ভেবে ছিলাম—টাকা না থাকলে

সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর প্রায় অনবরত প্রতিবন্ধকতাময় দুর্গম পথে সংগ্রাম করার পর তাঁর মহান জীবনের অবসান ঘটে। দিকে দিকে এই মহাপ্রয়াণের শোক সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। কেবলমাত্র কলিকাতার অলিতে-গলিতে নয়—হাওড়া প্রভৃতি আশেপাশের স্থানেও একবার শেষ নজর দেখার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য নারী সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রাঙ্গনে সমবেত হতে লাগল।

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হোল—সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছোট বড় নেতাসহ অজস্র অনুরাগী এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করল। বাংলার গবর্নর বাহাদুরও স্বয়ং দেশ ও জাতির বিরাট ক্ষতিস্বরূপ সমবেদনা প্রকাশ করে পত্রের মারফত তা প্রকাশ করে জানান।

বঙ্গীয় বিভিন্ন সমিতি এবং বিশেষ করে নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শোকসন্তপ্ত দেশবাসী এই বেদনাবিধুর তিরোধানকে স্মরণ করে এক শোকসভার আয়োজন করে। সকলের শেষে সভায় সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ থেকে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করেন মিঃ হবিবুল্লা বাহার যিনি পরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তার ভাষণ শেষে বলেছিলেন—'আমরা যে [illegible]

মহিলা অঙ্গন

পদে পদে লাঞ্ছিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। ভাই-পিতা [illegible] এইসব উদারমনা পুরুষদের সহযোগিতা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা না পেলে বেগম রোকেয়ার পক্ষে জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে অন্যান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন নারীদের অগ্রবর্তিকা [illegible] দেখানো সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

[illegible] বৎসরের বিবাহিত জীবন যাপনের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পর শুরু হয় সংগ্রামী পথে বেগম রোকেয়ার একাকী পথচলা। [illegible] অসহায় বিধবার বিরোধ [illegible] তিনি কলিকাতায় [illegible]

ওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিচিতা হতে পারে।' তিনি আরও বলেছেন—'শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বালিকাদেরকে নানা ভাবে দেশ ও জাতির সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম।' তখনকার দিনে মুসলমানদের অধিকাংশই [illegible] বোরকা ও ছিল [illegible] অর্থাৎ কাপড়ের [illegible] পরে যেত। এই [illegible]

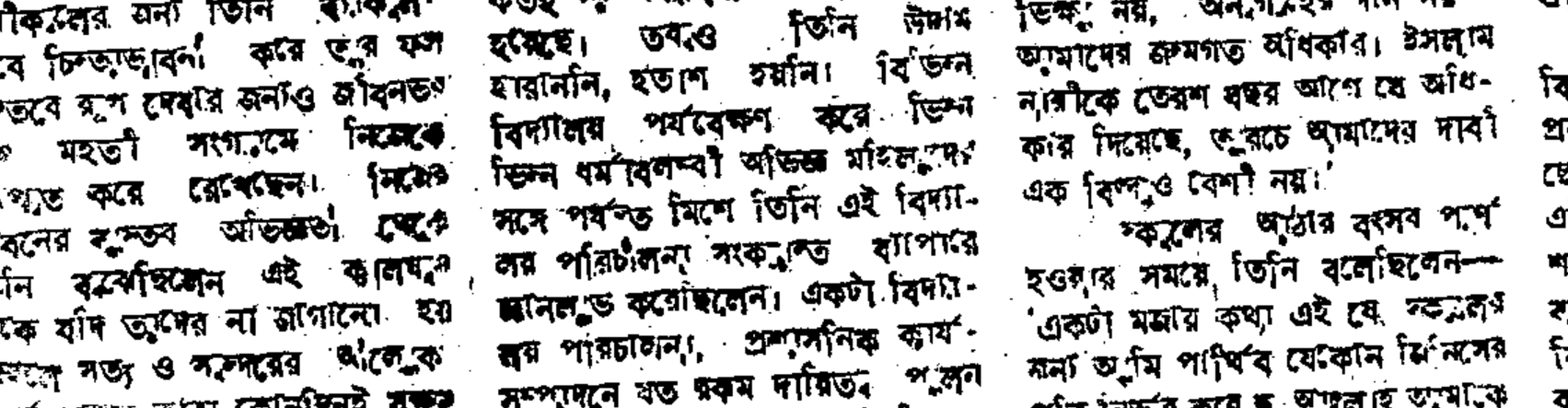

স্কুল চালাবে না। কিন্তু বিদ্যালয় খোলার আট মাস পরেই বাৎসরিক [illegible] নানা কারণে একনে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা নষ্ট হয়। তার পরে [illegible] কলিকাতার গণ্যমান্য [illegible] সাথে মিশে না থাকলে বিদ্যালয় [illegible] লোকেরা [illegible]

[illegible] কাঁদছি, আজ [illegible] তার একটি [illegible]